মোবাইল ফোন

লেকচার -১ (তারিখ:৫.৫.২০)

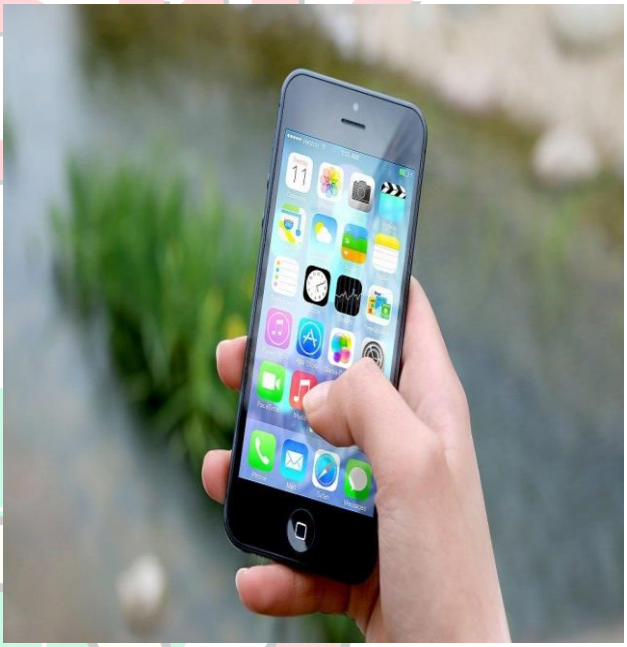

মোবাইল ফোন আজকের দিনে আমরা সবাই চিনি। মোবাইল ফোনের আরেক নাম হলো সেলুলার ফোন। এটিকে মুঠো ফোনও বলা হয়। এটি টেলিফোনের সর্বাধুনিক সংযোজন।

*শিক্ষার্থীরা আপনাদের সবার বাসাতেই মোবাইল ফোন রয়েছে। আপনারা একটু ভেবে দেখবেন মোবাইল ফোন দিয়ে আপনি এবং আপনার বাবা-মা কী কী কাজ করেন।

মোবাইল ফোন দিয়ে কী কী কাজ করা যায়:

মোবাইল ফোন দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যায়। যেমন:

- মোবাইল ফোন দিয়ে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলা বলা যায়
- মোবাইল ফোন দিয়ে ছবি তোলা যায়
- গান শোনা যায়
- মোবাইল ফোনে বই পড়া যায়
- এস.এম.এস পাঠানো যায়
- টাকা পাঠানো যায়
- প্রয়োজনে বাসায় বসে মোবাইল ফোন দিয়ে ছবি তুলে সেই ছবি পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে পাঠানো যায়।

*এস.এম.এস= ক্ষুদে বার্তা (এটি ইংরেজীতে Short Message service এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

Cosmo School

Class: চতুর্থ | *Prepared by:* আফরোজা তাসনিম (নিপা)

Subject: বাংলা ১ম | *Topic:* মোবাইল ফোন

এসএমএস কখন কাজে লাগে:

এসএমএস বিভিন্ন সময় কাজে লাগে। যেমন: যদি কখনও মোবাইলে কল দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা না থাকে তাহলে অমরা এস এম এস পাঠিয়ে বার্তাটি পৌঁছাতে পারি। এমনকি কারও সাথে আমার কথা বলা দরকার কিন্তু তিনি কল রিসিভ করছেন না কোন ব্যস্ততার কারনে তখন প্রয়োজনীয় তথ্য/ সংবাদটি আমরা এসএমএস এর মাধ্যমে পাঠিয়ে রাখতে পারি। যাতে তিনি যখন সময় পাবেন তখন এসএমএস টি দেখে যোগাযোগ করেন।

* শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোন গল্পের ১ম অংশ (আজকের --- পাঠাতে পারি পর্যন্ত) সহ উপরের অংশ কয়েকবার পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলবেন এবং লিখবেন।

লেকচার -২ (তারিখ:৯.৫.২০)

মোবাইল ফোন আবিষ্কারের ইতিহাস:

মোবাইল ফোন কেউ একজন আবিষ্কার এককভাবে আবিষ্কার করেননি।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এর উদ্ভাবন কাজ শুরু হয়। আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল ১৯ শতকে টেলিফোন আবিষ্কার করেন। [উদ্ভাবন = আবিষ্কার করা]

১৮৭৬ সাল → ১০ই মার্চ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল তাঁর সহকারী টমাস অগাস্টাস ওয়াটসনের সাথে প্রথমবারের মতো টেলিফোন কলে সফলতা পান।

এরপর কালেকালে প্রতি বছর এই আবিষ্কারের পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটেছে। টেলিফোন আবিষ্কারের পরবর্তী সময়ে এটিকে আরও সহজতর ও সর্বত্র বহনযোগ্য করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এর ফলে একসময় আবিষ্কৃত হয় সেলুলার ফোন বা মোবাইল ফোন।

১৯৪৭ সাল → সীমিত আকারে মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয় সেন্ট লুই শহরে। এরপর ধাপে ধাপে এর উন্নতি ঘটে।

১৯৬৪ সাল → এসময় শুধু গাড়িতে মোবাইল ফোন ব্যবহার হতো। যার ওজন ছিল প্রায় এক কেজি।

Cosmo School

Class: চতুর্থ | *Prepared by:* আফরোজা তাসনিম (নিপা)

Subject: বাংলা ১ম | *Topic:* মোবাইল ফোন

১৯৭১ সাল → এসময় ফিনল্যান্ডে সকল মানুষের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয় ।

১৯৭২ সাল → এসময় গবেষক মার্টিন কুপার হাতে ধরা ছোট সেট আবিষ্কার করেন ।

গবেষক= যিনি গবেষনা করেন ।

** বানিজ্যিকভাবে এই মোবাইল ফোনের প্রচলন শুরু হয় বিশ শতকের শেষ পর্যায়ে । এ ফোন প্রথম ব্যবহৃত হয় জার্মানিতে ।পরবর্তীতে সারা বিশ্বেন ।পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে মোবাইল ফোন । ১৯৯৩ সালে সিটিসেল কোম্পানির মাধ্যমে বাংলাদেশে মোবাইল এর ব্যবহার শুরু হয় । বর্তমানে আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি মোবাইল কোম্পানি আছে । এগুলো হলো–গ্রামীনফোন, একটেল, বাংলালিংক, টেলিটক, রবি ইত্যাদি ।

***মোবাইল ফোনের নেতিবাচক দিক:

মোবাইল ফোন আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগ মাধ্যম আনেক সহজ এবং সারাবিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিলেও এর কিন্তু ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে । তবে এটি নির্ভর করে ব্যবহারের ওপর । যেমন: মোবাইল ফোনে অতিরিক্ত কথা বললে যেমন কানে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় তেমনি মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের দিকে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে কিছু দেখলে চোখ সহ ব্রেনেরও ক্ষতি হয় । এছাড়া ইন্টারনেট সুবিধা থাকার কারণে অনেক সময় মোবাইলে খারাপ কিছু দেখে মানুষের বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয় । এবং এর ফলে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ সময়ও নষ্ট হয় । তাই আমরা প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল ফোন ব্যবহার করবো না ।

* শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোন গল্পের ২য় অংশ (আমেরিকার --- কীভাবে ঘটে পর্যন্ত) সহ উপরের অংশ কয়েকবার পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলবেন এবং লিখবেন ।

Work Sheet

লেকচার -৩ (তারিখ: ১০.৫.২০)

শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোন গল্পের ৩য় অংশ (যে এলাকা --- গল্পের শেষ পর্যন্ত) সহ নিচের লিখাটুকু কয়েকবার পড়বে ।

মোবাইল ফোনে কথা পৌছাঁনোর প্রক্রিয়াঃ

নির্দিষ্ট এলাকা → বেতার টাওয়ার → অদৃশ্য জাল (নেটওয়ার্ক) তৈরি → অ্যানটেনা → মাধ্যম তরঙ্গ → যোগাযোগ → টাওয়ার → রিলেরেস → কাঙ্খিত মোবাইল নম্বর → হ্যালো → বিদ্যুতগতিতে তরঙ্গে রূপানন্তর → মাধ্যম নেটওয়ার্ক → অন্য প্রান্ত গ্রাহকের ফোনসেট → বেতার তরঙ্গকে কথায় বা আওয়াজে রূপান্তর । [রূপান্তরিত = একরম থেকে অন্য রকম করা]

বেতার টাওয়ারঃ মোবাইল ফোনে সংযোগ পাওয়ার জন্য নির্দষ্ট এলাকায় ভাগ করে এই বেতার টাওয়ার বসানো হয় । যেগুলো দেখতে অনেক উঁচু হয় এবং অনেক দূরে থেকে দেখা যায় । এই টাওয়ারগুলো একটি আরেকটির সাথে যোগাযোগের অদৃশ্য জাল বা নেটওয়ার্ক তৈরি করে । [অদৃশ্য= যা চোখে দেখা যায় না/ অগোচর]

অ্যানটেনাঃ কোন বেতার যন্ত্রের সাথে লাগানো তার বা অংশ যা দিয়ে যন্ত্রটি তরঙ্গ ধরতে পারে । মোবাইল সেটের মধ্যে থাকে অ্যানটেনা, সারাক্ষণ তরঙ্গের মাধ্যমে যা টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ রাখে । [অ্যানটেনা = কোন বেতার যন্ত্রের সাথে লাগানো তার বা অংশ যা দিয়ে যন্ত্রটি তরঙ্গ ধরতে পারে]

** সমন্বয় = মিলন / সামঞ্জস্য

*শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনী ২, ৫, ৭, ৮ পড়বে এবং লিখবে ।

Cht Date: 17.5.20